রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে

রুকু ১

০৫১-১ (ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ) বাতাসের শপথ, যা ধুলাবালি উড়িয়ে নিয়ে যায়,

০৫১-২ অতঃপর (মেঘমালার) শপথ যা পানির বোঝা বয়ে চলে,

০৫১-৩ (জলযানসমূহের) শপথ যা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে,

০৫১-৪ অতঃপর তাদের (ফেরেশতাদের) শপথ, যারা (আল্লাহর) আদেশ মোতাবেক প্রত্যেক বস্তু বন্টন করে,

০৫১-৫ (কেয়ামতের) যে দিনের ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হচ্ছে তা (অবশ্যম্ভাবী) সত্য,

০৫১-৬ বিচার আচারের একটা দিন অবশ্যই আসবেঃ

০৫১-৭ বহু কক্ষ বিশিষ্ট আকাশের শপথ,

০৫১-৮ তোমরাও (কেয়ামতের ব্যাপারে) নানা কথাবার্তার মধ্যে (নিমজ্জিত) রয়েছোঃ

০৫১-৯ (মূলত) যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সে ব্যক্তিই (কোরআনকে) পরিত্যাগ করেছেঃ

০৫১-১০ ধ্বংস হোক, যারা শুধু অনুমানের ওপর ভিত্তি করে (কথা বলে),

০৫১-১১ (সর্বোপরি) যারা জাহেলিয়াতে (নিমজ্জিত হয়ে) মূল সত্য থেকে উদাসীন হয়ে পড়েছে,

Published as Portable Document Format by : Mohammad Noor-e-Alam Siddiquee
More Free Islamic Stuff at www.siddiquee.co.nr

০৫১-১২ এরা (তামাশার ছলে) জিজ্ঞেস করে, বিচারের দিনটি কবে আসবে?

০৫১-১৩ (এদের তুমি বলো,) যেদিন তাদের আগুনে দগ্ধ করা হবে (সেদিন কেয়ামত হবে)।

০৫১-১৪ (সেদিন তাদের বলা হবে, এবার) তোমরা তোমাদের শাস্তি ভোগ করতে থাকো; এ হচ্ছে (সেদিন) যে জন্যে তোমরা খুব তাড়াহুড়ো করছিলে!

০৫১-১৫ যারা (আল্লাহ তায়ালাকে) ভয় করে, তারা (আল্লাহ তায়ালার) জান্নাতে ও ঝর্ণাধারায় (চির শান্তিতে) থাকবে,

০৫১-১৬ সেদিন আল্লাহ তায়ালা তাদের যা (যা পুরস্কার) দেবেন, তা সবই তারা (সানন্দ চিত্তে) গ্রহণ করতে থাকবে; নিঃসন্দেহে এরা আগে সৎকর্মশীল ছিলো;

০৫১-১৭ তারা রাতের সামান্য অংশ ঘুমিয়ে কাটাতো।

০৫১-১৮ রাতের শেষ প্রহরে তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতো।

০৫১-১৯ (এরা বিশ্বাস করতো,) তাদের ধন সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিত লোকদের অধিকার রয়েছে।

০৫১-২০ যারা (নিশ্চিতভাবে) বিশ্বাস করতো, তাদের জন্যে পৃথিবীর মাঝে (আল্লাহকে চেনা জানার) অসংখ্য নিদর্শন (ছড়িয়ে) রয়েছে।

০৫১-২১ তোমাদের নিজেদের (এ দেহের) মধ্যেও তো (আল্লাহকে চেনার অসংখ্য নিদর্শন) রয়েছে; তোমরা কি দেখতে পাও না?

০৫১-২২ আকাশের মাঝে রয়েছে তোমাদের রেযেক, তোমাদের দেয়া যাবতীয় প্রতিশ্রুতি।

Published as Portable Document Format by : Mohammad Noor-e-Alam Siddiquee
More Free Islamic Stuff at www.siddiquee.co.nr

০৫১-২৩ অতএব এ আসমান যমীনের মালিকের শপথ, এ (গ্রন্থ)-টা নির্ভুল, ঠিক যেমনি তোমরা (এখন) একে অপরের সাথে কথাবার্তা বলছো।

রুকু ২

০৫১-২৪ (হে নবী,) তোমার কাছে ইবরাহীমের সেই সম্মানিত মেহমানদের কাহিনী পৌঁছেছে কি?

০৫১-২৫ যখন তারা তার ঘরে প্রবেশ করলো, তখন তারা (তাকে) 'সালাম' পেশ করলোঃ (সেও উত্তরে) বললো সালাম, (কিন্তু তার কাছে এদের একটি) অপরিচিত দল বলে মনে হলো,

০৫১-২৬ এরপর (চুপে চুপে) সে নিজ ঘরের লোকদের কাছে চলে গেলো, কিছুক্ষণ পর সে একটি (ভুনা করা) মোটা তাজা বাছুরসহ (ফিরে) এলো,

০৫১-২৭ অতঃপর সে তা তাদের সামনে পেশ করলো এবং বললো, কি ব্যাপার , তোমরা খাচ্ছো না যে,

০৫১-২৮ (তাদের খেতে না দেখে) সে মনে মনে তাদের ব্যাপারে ভয় পেলো, (তার ভয় দেখে) তারা বললো, তুমি ভয় করো নাঃ তার সাথে তারা তাকে গুণধর একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলো।

০৫১-২৯ এটা শুনে তার স্ত্রী চীৎকার করতে করতে সামনে এলো এবং (খুশীতে) নিজের মাথায় হাত মারতে মারতে বললো (কি ভাবে তা সম্ভব), আমি তো বৃদ্ধা এবং বন্ধ্যা।

০৫১-৩০ (তারা বললো,) হাঁ তোমার ব্যাপারটি এভাবেই হবে, তোমার মালিক বলেছেনঃ তিনি প্রবল প্রজ্ঞাময়, তিনি সব কিছু জানেন (এটা তাঁর জন্যে অসম্ভব কিছু নয়)।

Published as Portable Document Format by : Mohammad Noor-e-Alam Siddiquee
More Free Islamic Stuff at www.siddiquee.co.nr

০৫১-৩১ সে বললো, (হে আল্লাহ তায়ালার) প্রেরিত (মেহমান)-রা, (এবার) বলো, তোমাদের (এখানে আসার পেছনে আসল) ব্যাপারটা কি ?

০৫১-৩২ তারা বললো, আমাদের (আল্লাহর পক্ষ থেকে) একটি অপরাধী জাতির কাছে (তাদের শায়েস্তা করার জন্যে) পাঠানো হয়েছে,

০৫১-৩৩ (আমাদের বলা হয়েছে,) আমরা যেন মাটির (শক্ত) পাথর তাদের ওপর বর্ষণ করি,

০৫১-৩৪ যাতে (তাদের নাম ধাম) তোমার মালিকের কাছ থেকে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে, এটা হচ্ছে সীমালংঘনকারী যালেমদের জন্যে।

০৫১-৩৫ অতঃপর আমি সেই (জনপদ) থেকে এমন প্রতিটি মানুষকে বের করে এনেছি, যারা ঈমানদার ছিলো,

০৫১-৩৬ (আসলে) সেখানে মুসলমানদের একটি ঘর ছাড়া (উদ্ধার করার মতো দ্বিতীয়) কোনো ঘরই আমি পাইনি,

০৫১-৩৭ (তাদের ধ্বংস করে) আমি পরবর্তী এমন সব মানুষদের জন্যে একটি নিদর্শন সেখানে রেখে এসেছি, যারা আমার কঠিন আযাবকে ভয় করেঃ

০৫১-৩৮ (আরো নিদর্শন রেখেছি) মূসার (কাহিনীর) মাঝেও, যখন আমি তাকে একটি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের কাছে পাঠিয়েছিলাম।

০৫১-৩৯ সে তার সাঙ্গপাঙ্গসহ (হেদায়াত থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং সে বললো, (এ তো হচ্ছে) যাদুকর কিংবা (আস্ত) পাগল।

০৫১-৪০ অতঃপর আমি তাকে এবং তার লোক লস্করদের (এ বিদ্রোহের জন্যে) চরমভাবে পাকড়াও করলাম এবং তাদের সবাইকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম, (আসলেই) সে ছিলো এক (দন্ডযোগ্য) অপরাধী ব্যক্তি।

Published as Portable Document Format by : Mohammad Noor-e-Alam Siddiquee
More Free Islamic Stuff at www.siddiquee.co.nr

০৫১-৪১ আ'দ জাতির ঘটনার মাঝেও (শিক্ষণীয় উপদেশ) রয়েছে, যখন আমি তাদের ওপর এক সর্ববিধ্বংসী (ঝোড়ো) বাতাস পাঠিয়েছিলাম।

০৫১-৪২ এ (বিধ্বংসী) বাতাস যা কিছুর ওপর দিয়ে (ধেঁয়ে) এসেছে, তাকেই পঁচা হাড়ের মতো চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে গেছেঃ

০৫১-৪৩ (নিদর্শন রয়েছে) সামুদ জাতির (কাহিনীর) মাঝেও, যখন তাদের বলা হয়েছিলো, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমরা (নেয়ামত) ভোগ করতে থাকো।

০৫১-৪৪ (কিন্তু) তারা তাদের মালিকের কথার নাফরমানী করলো, অতঃপর এক প্রচন্ড বজ্রাঘাত তাদের ওপর এসে পড়লো এবং তারা চেয়েই থাকলো।

০৫১-৪৫ (আযাবের সামনে) তারা (একটুখানি) দাঁড়াবার শক্তিও পেলো না এবং এ আযাব থেকে নিজেদের তারা বাঁচাতেও পারলো না,

০৫১-৪৬ এর আগেও (বিদ্রোহের জন্যে আমি) নূহের জাতিকে (ধ্বংস করেছিলাম)ঃ নিঃসন্দেহে তারাও ছিলো একটি পাপী সম্প্রদায়।

রুকু ৩

০৫১-৪৭ আমি (আমার) হাত দিয়েই আসমান বানিয়েছি, (নিঃসন্দেহে) আমি মহান ক্ষমতাশালী।

০৫১-৪৮ আমি এ যমীনকেও (তোমাদের জন্যে) বিছিয়ে দিয়েছি, (তোমাদের সুবিধার জন্যে) আমি একে কতো সুন্দর করেই না (সমতল) করে রেখেছি!

০৫১-৪৯ (সৃষ্টি জগতের) প্রত্যেকটি বস্তু আমি জোড়ায় জোড়ায় পয়দা করেছি, যাতে করে (এ নিয়ে) তোমরা চিন্তা গবেষণা করতে পারো।

Published as Portable Document Format by : Mohammad Noor-e-Alam Siddiquee
More Free Islamic Stuff at www.siddiquee.co.nr

০৫১-৫০ অতএব তোমরা (এ সবের আসল স্রষ্টা) আল্লাহ তায়ালার দিকেই ধাবিত হও; আমি তো তার পক্ষ থেকে (আগত) তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র,

০৫১-৫১ তোমরা আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কাউকে মাবুদ বানিয়ে নিয়ো না; আমি তো তোমাদের জন্যে তাঁর (পক্ষ) থেকে একজন সুস্পষ্ট সাবধানকারী মাত্র,

০৫১-৫২ (রসূলদের ব্যাপারটি) এমনটিই (হয়ে এসেছে), এর আগের মানুষদের কাছে এমন কোনো রসূল আসেনি, যাদের এরা যাদুকর কিংবা পাগল বলেনি,

০৫১-৫৩ (একি ব্যাপার!) এরা কি একে অপরকে এই একই পরামর্শ দিয়ে এসেছে (যে, বংশানুক্রমে সবাই একই কথা বলছে,) না, (আসলেই) এরা ছিলো সীমালংঘনকারী জাতি,

০৫১-৫৪ অতএব (হে নবী), তুমি এদের উপেক্ষা করো, অতঃপর (এ জন্যে) তুমি (কোনোক্রমেই) অভিযুক্ত হবে না,

০৫১-৫৫ তুমি (মানুষদের আল্লাহ তায়ালার পথে) উপদেশ দিতে থাকো, অবশ্যই উপদেশ ঈমানদারদের উপকারে আসে।

০৫১-৫৬ আমি মানুষ এবং জ্বিন জাতিকে আমার এবাদাত করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশে সৃষ্টি করিনি।

০৫১-৫৭ আমি তো তাদের কাছ থেকে কোনো রকম জীবিকা দাবী করি না, তাদের কাছ থেকে আমি এও চাই না, তারা আমাকে খাবার যোগাবে।

০৫১-৫৮ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালাই জীবিকা সরবরাহকারী, তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রবল ক্ষমতার অধিকারী।

Published as Portable Document Format by : Mohammad Noor-e-Alam Siddiquee
More Free Islamic Stuff at www.siddiquee.co.nr

০৫১-৫৯ অতএব যারা সীমালংঘনকারী যালেম তাদের জন্যে প্রাপ্য আযাবের অংশ ততোটুকুই নির্দিষ্ট থাকবে- যতটুকু তাদের পূর্ববর্তী (যালেম) লোকেরা ভোগ করেছে, অতঃপর (আযাবের ব্যাপারে) তারা যেন খুব তাড়াহুড়ো না করে।

০৫১-৬০ দুর্ভোগ (ও ভোগান্তি) তো তাদের জন্যেই যারা শেষ বিচারের দিনকে অস্বীকার করেছে, যার প্রতিশ্রুতি তাদের (বার বার) দেয়া হয়েছে।

Bengali Translation By : Hafiz Munir Uddin Ahmed

Al Quran Academi London

Published as Portable Document Format by : Mohammad Noor-e-Alam Siddiquee
More Free Islamic Stuff at www.siddiquee.co.nr